দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 2

89

প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেংকারি

কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। দু'টি বিষয়ের পরীক্ষাও বাতিল করা হয়েছে। খবর এসেছে আরো একটি বিষয়ে নাকি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। গণিত ও ভূগোল বিষয়ের কথিত প্রশ্নপত্রের কপি বিক্রি করার সময় কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এর আগেও ফাঁস হয়েছে। গত বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুটো পরীক্ষায়ই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রথাগতভাবে তদন্ত কমিটি হয়েছে। রিপোর্টও পেশ করা হয়েছে। এরপর গৃহীত ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সেগুলো যে খুব ফলপ্রদ হয়নি সে তো দেখাই যাচ্ছে।

দুর্বল দেহেই রোগ-ব্যাধি সহজে বাসা বাঁধার সুযোগ পায়। তখন শুধু রোগের চিকিৎসা করলেই চলে না, রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন পরীক্ষায় বার বার প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষায় নকল, ঘরে বসে পরীক্ষার খাতা লেখাসহ নানাবিধ রোগবালাই আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রাস করতে চলেছে। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাই ভেতর থেকে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে। মন্ত্রণালয়, বোর্ড এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাজকর্মের জন্য বড় বড় ভবন আছে। লোকলস্করও কম নয়। অথচ প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা দেয়া যায় না। হাটেবাজারে প্রশ্নপত্র চড়া দামে বিক্রি হয়।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা অন্য চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলোর মধ্যদিয়ে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে মেধা যাচাই হয়। যখন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়, তখন পুরো পরীক্ষাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল করে নতুনভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়। ফলে অগণিত পরীক্ষার্থীকে বাড়তি ঝক্কি পোহাতে হয়। বিশেষভাবে যারা মনোযোগ দিয়ে সারাবছর লেখাপড়া করে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়, অন্যের অপরাধের ফল ভোগ তাদেরও করতে হয়।

অনেক সময় পরীক্ষার দু' একদিন আগে ভুয়া প্রশ্নপত্রের জমজমাট ব্যবসা শুরু হয়ে যায়। অনেক পরীক্ষার্থী এতে বিভ্রান্ত হয়। পরীক্ষার পড়া ফেলে 'ফাঁস' হওয়া প্রশ্নপত্র যোগাড়ের ফিকিরে ছুটে মরে। শেষে একূল ওকূল দুই-ই হারায়। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে ওঠে কোনভাবে একটা ডিগ্রী লাভ করা, সেখানে প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত ব্যবসার এমন তেজী মার্কেট থাকাটা বিচিত্র নয়।

পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য থেকে কারো কারো সহযোগিতা না পেলে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা কঠিন। তাই প্রশ্নপত্র বিক্রির বাইরের ব্যবসাটা দেখাই যথেষ্ট নয়। নেপথ্য নায়কদের খুঁজে বের করাও একটা বড় কর্তব্য। প্রায়ই এটা করা হয় না। তাই পরীক্ষা বাতিল হলেও ব্যবসা বন্ধ হয় না।

তদন্ত কমিটি যথাসময়ে তার রিপোর্ট পেশ করবে বলে আমরা আশা করি। ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক এটা সবাই চান। প্রয়োজনে পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজানো হোক। প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেংকারির সাথে জড়িত প্রতারকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক। হাটেবাজারে যেন আর প্রশ্নপত্র বিক্রি না হয় সেটুকু নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।